প্রথম আলো

তারিখ AUG 24 2006
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৭

১১ দলের সভার প্রস্তাব

কওমি সনদের স্বীকৃতি গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ

নিজস্ব প্রতিবেদক

কওমি শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী না করে এর সনদের স্বীকৃতি দান গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। কিন্তু সরকার আলেম-ওলামাদের খুশি করে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করার হীন উদ্দেশ্য নিয়েই কওমি মাদ্রাসা সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছে। এ. ঘোষণা রাজনৈতিক একইভাবে বেসরকারি শিক্ষকদের শতকরা ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণাও প্রতারণামূলক।

গতকাল বুধবার ওয়ার্কার্স, পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১১ দলের পরিচালনা পরিষদের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে এসব কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়, সরকার যেভাবে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিয়েছে তা সংবিধান, শিক্ষানীতি ও বিশ্বমানের শিক্ষার পরিবেশবিরোধী।

প্রস্তাবে বলা হয়, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা দেশে-বিদেশের প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে এবং নিজেদের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকেরা মাদ্রাসার ওপর কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজি নন। এই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্রম ইতিমধ্যেই এসব মাদ্রাসাকে জঙ্গি সৃষ্টির কারখানায় পরিণত করেছে।

সভায় অন্য এক প্রস্তাবে মধুপুরে কাঠ কুড়ানোর অপরাধে বনপ্রহরীর গুলিতে আদিবাসী নারী সিসিলিয়াকে আহত করার ঘটনায় নিন্দা জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, জোট সরকারের আমলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত আদিবাসীদের পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

১১ দলের সমন্বয়ক আবদুস সামাদ, ওয়ার্কার্স পার্টির বিমল বিশ্বাস, গণতন্ত্রী পার্টির নূরুল ইসলাম, গণফোরামের পঙ্কজ ভট্টাচার্য, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টির জাকির হোসেন, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের অসিত বরণ রায়, সাম্যবাদী দলের হারুন চৌধুরী প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।